স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

জামিল আহমদ, স্থানীয় সরকার উদ্যোগ

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসনের আন্দোলনকে জোরদার করতে শক্তিশালী এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আমাদের গণমাধ্যমে সঠিকভাবে পর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত, প্রচারিত হয় না। অনেকের ধারণা স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত ব্যাপারে অনাগ্রহ এবং এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবের কারণে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো মিডিয়াতে উঠে আসছে না। আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি স্থানীয় সরকারের নেতিবাচক দিকসমূহ মিডিয়াতে প্রাধান্য পায়, যার কারণে সাধারণ জনগণের মধ্যে স্থানীয় সরকারের সমস্যা সংকুল দিকগুলোই বেশি আলোচিত হয়। কিন্তু সরকারের 'চতুর্থ রাষ্ট্র' হিসেবে খ্যাত গণমাধ্যম স্থানীয় সরকারের সম্ভাবনাময় দিকগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে জনগণের আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে পারে। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে আমরা সহজেই গণমাধ্যম সমূহের বলিষ্ঠ এবং বর্ধিত ভূমিকা লক্ষ্য করি।

গত ২৫ জানুয়ারি থেকে আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত দেশের ৪ হাজার ২২৮টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের অন্যতম শক্তিশালী সংগঠন। এখন পর্যন্ত যেখানে নিয়মিত নির্বাচনের রেকর্ড রয়েছে। বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়েও জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে আমাদের গণমাধ্যমগুলোর দিকে তাকালে এর সত্যতা পাওয়া যায় না। স্থানীয় সরকার কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক আলোচনা মিডিয়াতে অনুপস্থিত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যম বিশেষ করে সংবাদগুলো স্থানীয় সরকারের সমস্যার পাশাপাশি সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার উদ্যোগ বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের জন্য একটি বিস্তৃত সমর্থকগোষ্ঠী গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এ বৃহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'স্থানীয় সরকার উদ্যোগ' গণমাধ্যম সমূহকে ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা, জনসচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় সরকার উদ্যোগ এবং সাপ্তাহিক ২০০০-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত এ সংখ্যায় শক্তিশালী গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের আন্দোলনকে জোরদার করতে গণমাধ্যমের ভূমিকার বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সংবাদের গুরুত্ব এবং প্রকৃতি বিশ্লেষণ

২৫ জানুয়ারি থেকে সারা দেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন শুরু হয়েছে। ৫১ দিনব্যাপী মোট ৪ হাজার ২২৮টি ইউনিয়নে এ নির্বাচন চলবে। ৬ কোটি ১৫ লাখ ১৫ হাজার ৮০৬ জন ভোটার ১ লাখ ৯৮ হাজার ৭০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে ৫৪ হাজার ৯৬৪ জন যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করবে। বহু প্রতীক্ষিত এই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশজুড়ে চলছে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা, উৎসবের আমেজ। প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই এই নির্বাচনের বিশালতা আমাদের চোখে পড়ে। ভোটারদের উচ্ছলতা, প্রার্থীর জনসংযোগ- এ সবই উঠে আসছে প্রতিদিনের পত্রিকায়। পত্রিকাগুলোও ইউনিয়ন পরিষদের এবারের নির্বাচনকে ঘিরে নিয়েছে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ। প্রতিদিন পত্রিকার প্রথম পাতায় উঠে আসছে নির্বাচন কেন্দ্রিক সংবাদ, যা গতবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তুলনায় অনেক বেশি।

নির্বাচন ২৫ জানুয়ারি শুরু হলেও পত্রিকাগুলো বিশেষ রিপোর্ট, ফিচার প্রকাশ করে অনেক আগে থেকেই। পত্রিকাগুলোর সব পাতায়, প্রায় সব বিভাগে নির্বাচনের সংবাদ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। প্রায় প্রতিটি পত্রিকা নির্বাচনের সব দিক এবং সারা দেশকে কাভারেজের আওতায় আনার জন্য প্রতিদিন একটি, কোনো পত্রিকা আবার দু'টি পাতায় শুধু ইউপি নির্বাচনের খবর ছাপে। এক্ষেত্রে প্রথম পাতা, শেষের পাতা, সারা দেশের সংবাদের পাতা, সম্পাদকীয় পাতা, অন্যান্য পাতায় এ নির্বাচনের সংবাদের পরিমাণ ও স্থান ছিল উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকাগুলো ইউপি নির্বাচন কেন্দ্রিক রিপোর্টগুলোর মধ্যে শুধু সাদামাটা সংবাদ পরিবেশন করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করেনি। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, বর্ণনামূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে পত্রিকাগুলো তুলে এনেছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩-এর বিভিন্ন

১৯৯৭ ও ২০০৩ সালে ইউপি সংবাদের তুলনামূলক বিচার

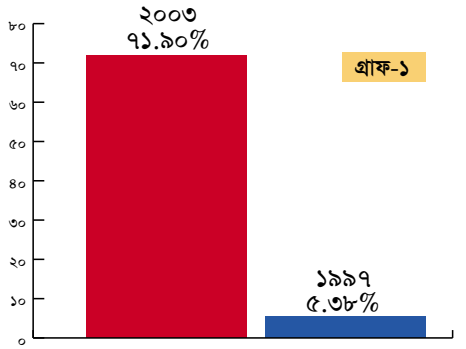

গ্রাফ-১

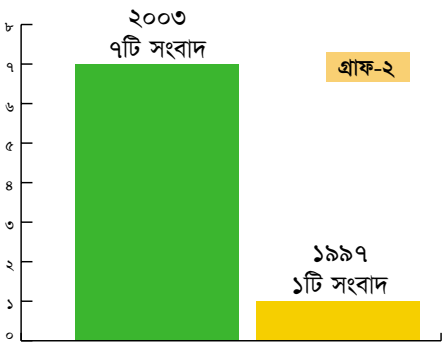

গ্রাফ-২

গ্রাফ-১ : ২৫ জানুয়ারি ২০০৩ ইউপি নির্বাচনের দিন দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় মোট প্রকাশিত সংবাদের ৭১.৯০% সংবাদ থাকে ইউপি নির্বাচন কেন্দ্রিক। ১ ডিসেম্বর '৯৭ সালে ইউপি নির্বাচনের দিন ৫.৩৮% ইউপি সংবাদ ছাপা হয় দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায়।

গ্রাফ-২ : ২৫ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় মোট ইউপি কেন্দ্রিক সংবাদ ছিল ৭টি এবং ১ ডিসেম্বর '৯৭ সালে ছিল ১টি।

দিক। প্রথম, ভেতরে, শেষের এবং বিশেষ ক্রোড়পত্রের পাতায় লক্ষ্য করা গেছে এ ধরনের প্রতিবেদন। এবারের ইউপি নির্বাচনকে ঘিরে দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাঁচ বছর পর পর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে। সরকার যেমন নির্বাচন আয়োজনে সক্রিয়, তেমনি নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ থাকে এ নির্বাচনকে ঘিরে। সবারই প্রত্যাশা থাকে সুষ্ঠু নির্বাচনের। জনসচেতনতার। জাতীয় গণমাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। গণমাধ্যমগুলোতে নির্বাচন কেন্দ্রিক প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ উঠে আসে। সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংবাদ প্রতিনিধিরা তুলে আনেন সে চিত্র। অন্যান্যবারের তুলনায় এবার গণমাধ্যমে ইউপি নির্বাচন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া জোরালো ভূমিকা না রাখলেও সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকা প্রশংসাযোগ্য। ভোটারদের সচেতনতা, নির্বাচনের সহিংসতা, ভোটকেন্দ্রের অবস্থা, প্রার্থীদের পরিচিতি, নারীদের অংশগ্রহণ নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো অবশ্যই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সহায়ক হবে।

সাপ্তাহিক ২০০০ এবারের ইউপি নির্বাচনের সংবাদপত্রের কাভারেজ নিয়ে বিশ্লেষণ করে। দেশের প্রধান দু'টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা 'ইত্তেফাক' ও 'প্রথম আলো'র ৫ দিনের পত্রিকা বেছে নেয়া হয় বিশ্লেষণের জন্য। নির্বাচনের আগের ৫ দিনের পত্রিকা (২১ জানুয়ারি-২৫ জানুয়ারি) নমুনায়ন হিসেবে নেয়া হয়। বিশ্লেষণ করা হয় প্রথম পাতা ও শেষের পাতা সংবাদগুলোকে। পাশাপাশি ১৯৯৭ সালের ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় ইত্তেফাকে প্রকাশিত ৫ দিনের (২৯ নবেম্বর-৩ ডিসেম্বর) সংবাদকে বিশ্লেষণ করে।

এখানে একটি বিষয় বলা জরুরি যে, 'ইত্তেফাক' ও 'প্রথম আলো' এবারের নির্বাচনকে ঘিরে পত্রিকার ভেতরের পাতায় বিশেষ সংবাদের আয়োজন করে। এছাড়া সারা দেশের খবরাখবর

প্রকৃতি অনুযায়ী ইউপি সংবাদের অনুপাত

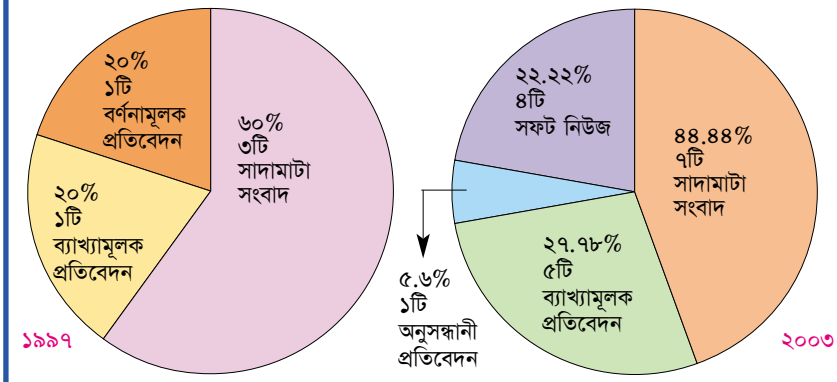

পাঁচ দিনের সংবাদের হিসাবে এই গ্রাফ দুটি করা হয়েছে

যে পাতায় থাকে সেখানেও ইউপি নির্বাচনের সংবাদ ছিল। নারীদের জন্য বিশেষ পাতায়ও উঠে আসে ইউপি নির্বাচন সংবাদ। গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক ২০০০ শুধু এই দুটি পত্রিকার প্রথম পাতা ও শেষের পাতার সংবাদগুলোকে বিশ্লেষণ করেছে।

পাঁচ দিনের দৈনিক প্রথম আলোর বিশ্লেষণ

দৈনিক প্রথম আলোতে ২১ জানুয়ারি প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন বাদে মোট প্রকাশিত সংবাদের জায়গা ছিল ১০৯ কলাম ইঞ্চি। এর মধ্যে ইউপি সংবাদ ছিল ২টি। আপার ফোল্ডে ২ কলামব্যাপী প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকা ছিলো ৪ কলাম ইঞ্চি। সংবাদের শিরোনাম ছিল 'নির্বাচন কমিশনে প্রার্থী ভোটারদের প্রায় ৬০০ চিঠি 'আমরা ভালো নেই, সেনা মোতায়েন করুন'। বিভিন্ন ইউনিয়নে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, ভোটারদের মধ্যে ভীতি আর শঙ্কার প্রেক্ষাপটে ভোটারদের পাঠানো শত শত অভিযোগ নিয়ে এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

প্রথম পাতায় লোয়ার ফোল্ডে ২ কলামব্যাপী প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকা ৪.৫ কলাম ইঞ্চি। অনুসন্ধানী এই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'সন্দ্বীপে সন্ত্রাসীরা আবার মাঠে, ২ প্রার্থী এলাকা ছাড়া'। সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিন অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিবেদনটি নির্মিত হয়েছে।

৫ দিনের প্রথম আলোর ইউপি খবর বিশ্লেষণ (প্রথম পাতা)

তারিখ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	সংবাদের ধরন
২১ জানু: ০৩	১০৯ ক. ই.	৭.৭৩%	১৪টি	২টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি অনুসন্ধানী সংবাদ ১টি
২২ জানু: ০৩	১০৪ ক. ই.	৬.৭৩%	১৩ টি	২টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি
২৩ জানু: ০৩	১১৯ ক. ই.	১০.৯২%	১৩টি	২টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি
২৪ জানু: ০৩	২০০ ক. ই.	২০%	১৩টি	২টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি
২৫ জানু: ০৩	১০৭ ক. ই.	৩৫.৯৮%	১৪টি	৩টি	বর্ণনাধর্মী প্রতিবেদন ১টি সাদামাটা সংবাদ ২টি

নির্বাচন শুরুর তারিখ ২৫ জানুয়ারি

৫ দিনের প্রথম আলোর ইউপি সংবাদ বিশ্লেষণ (শেষ পাতা)

তারিখ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	সংবাদের ধরন
২১ জানু: ০৩	৭৪.৭৫ ক. ই.	১০.০৩%	১৩টি	২টি	সাদামাটা প্রতিবেদন ২টি
২২ জানু: ০৩	৬৯.৫৫ ক. ই.	৭.১৯%	১১ টি	১টি	সাদামাটা প্রতিবেদন ১টি
২৩ জানু: ০৩	৬৩ ক. ই.	৬.৩৫%	১১টি	১টি	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি
২৪ জানু: ০৩	৫৯ ক. ই.	১০.১৭%	১০টি	১টি	সাদামাটা প্রতিবেদন ১টি
২৫ জানু: ০৩	৪৮ ক. ই.	১৮.৭৫%	৮টি	২টি	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি সাদামাটা প্রতিবেদন ১টি

নির্বাচন শুরুর তারিখ ২৫ জানুয়ারি

পাঠক-ভোটার-প্রার্থী
প্রতিক্রিয়া

এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে স্থানীয় ও জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নির্বাচনী রিপোর্টগুলো সাধারণ ভোটারদের মাঝে আদৌ কোনো প্রভাব ফেলেছে কি না? ফেলে থাকলে তা কি রকম? শিক্ষিত সচেতন ভোটারের মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টগুলো কি রকম প্রভাব ফেলেছে? তারা প্রকাশিত সংবাদের বাইরে আর কি রকম রিপোর্ট চান? এসব বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সরেজমিন অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন স্তরের ও শ্রেণীর লোক, শিক্ষক, এনজিও কর্মী, চেয়ারম্যান-মেম্বার প্রার্থী ও তাদের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলাপকালে তারা প্রায় প্রত্যেকে বলেছেন অভিন্ন কথা। সংবাদপত্রে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সংবাদকে এখন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে অনেকে মত দেন। আবর অনেকে বলেছেন, সংবাদপত্রে যে রকম রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া দরকার ছিল তা উল্লেখ করার মতো হয়নি। পত্র-পত্রিকাগুলোর উচিত সুনির্দিষ্টভাবে এলাকার সমস্যা, সৎ, যোগ্য প্রার্থীর প্রোফাইল প্রকাশ করা। সন্ত্রাসী, অপরাধী, চোরাকারবারীরা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে। তাদের সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট পরিবেশন করা। এরকম রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সাধারণ সচেতন ভোটারদের মাঝে নাড়া দিত। ভোটারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এসব রিপোর্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার সরাইল সদর ইউনিয়য়েন বড্ডাপাড়ার বিএ পাস যুবক তরিকুল ইসলাম প্রতিদিন বেশ কয়েকটি খবরের কাগজ পাঠ করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলোকে ইতিবাচক উল্লেখ করে তিনি ২০০০কে বলেন, রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে পত্র-পত্রিকাগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে আগের চেয়ে এখন অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে ঠিকই । কিন্তু রিপোর্টগুলো অধিকাংশই গৎবাঁধা এবং গতানুগতিক তিনি বলেন, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকাগুলোর উচিত ভোটারদের সচেতন করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করা। সৎ, যোগ্য, শিক্ষিত প্রার্থীর প্রোফাইল তুলে ধরা। এক্ষেত্রে জাতীয় পত্রিকার চেয়ে স্থানীয় পত্রিকাগুলো বেশি ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষিত সচেতন ভোটারদের মাঝে স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলো মোটামুটি প্রভাব ফেললেও গ্রামের সহজ-সরল নিরক্ষর ভোটারের মাঝে তা কোনো রকম প্রভাবই ফেলতে পারছে না।

এ কথাই বলছিলেন মজলিশপুর ইউনিয়নের সত্তরোর্ধ্ব আবু কাশেম, নাসির মিয়া, ওয়ালি মিয়া, জারু মিয়া; সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের বাড়িউড়া গ্রামের বৃদ্ধা সুভাষি বেগম, জোছনা বেগম; সরাইল সদর ইউনিয়নের নিজ সরাইল গ্রামের চুনু মিয়া, হেলাল মিয়াসহ আরো অনেকে। তারা ২০০০কে বলেন, আমরা পত্র-পত্রিকা পড়তে জানি না। অশিক্ষিত লোক। আমরা এলাকার মাতবরদের কথায় ভোট দেই। রিকশাচালক দুলাল মিয়া বলেন, পত্রিকা পড়তে জানি না। তবে পত্রিকায় নির্বাচনের কথা লিখে সে কথা শুনি। পত্রিকায় লিখলে কি হইবো, আমরা

'গ্রামাঞ্চলের মানুষ এখনো ছাপার অক্ষরে লেখাকে সত্যি বলেই জানে। তৃণমূল পর্যায়ে খোঁজ-খবর নিয়েই রিপোর্ট করতে হবে'

বিশ্বনাথ ঘোষ

প্রধান শিক্ষক

আলকা মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়

'সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে দেশের সংবাদপত্রগুলো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে'

কামরুজ্জামান

সিনিয়র সার্ভিস প্রমোটর

পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক

'নির্বাচনে ঢালাওভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে। প্রার্থীরা দু'হাতে টাকা উড়িয়েছেন। কোনো কাগজও এসব লেখেনি'

হরিদাস

পরাজিত প্রার্থী

ফুলতলা ইউনিয়ন

'ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের চেয়ে স্থানীয় সরকারকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, তার ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের তেমন কোনো ক্ষমতা নেই। উন্নয়ন বাজেট নেই। জাতীয় উন্নয়ন বাজেট পৌঁছে না ইউনিয়ন পরিষদে। মিডিয়ার এসব বিষয় গুরুত্ব দেয়া উচিত'

মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

সাধারণ সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডে দুই কলামব্যাপী প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকা ৫.৫ কলাম ইঞ্চি সাদামাটা সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'ইউপি নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের পক্ষে পর্যবেক্ষকরাও।' নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী আটটি সংগঠন নিয়ে গঠিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মঞ্চে (নিপম)-এর নেতৃবৃন্দের সেনাবাহিনী মোতায়েনের সুপারিশমালা এ সংবাদে স্থান পায়।

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডে সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'সিলেট : জোট প্রার্থীর প্রচার মিছিল, বিদ্রোহী প্রতিদ্বন্দ্বীরাও তৎপর'। এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

২৩ জানুয়ারি প্রথম পাতায় প্রকাশিত ১৩টি সংবাদের মধ্যে দুটি সংবাদ ছিল ইউপি নির্বাচন কেন্দ্রিক। লোয়ার ফোল্ডে দুই কলামব্যাপী সংবাদের মোট এলাকা ৫.০ কলাম ইঞ্চি। 'কুমিল্লা : এক সাংসদের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ' শিরোনামে সংবাদটিতে সংবাদটিতে কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে নয়টির ছাতা প্রতীকধারী চেয়ারম্যান প্রার্থীরা সবাই স্থানীয় এক সাংসদের আশীর্বাদপুষ্ট হওয়ার তথ্য দেয়া হয়। এটি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছিল।

প্রথম পাতায় লোয়ার ফোল্ডে সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত সাদামাটা সংবাদের শিরোনাম ছিল 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সিইসির অনুরোধ, ইউপি নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত জমা বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবেন না।'

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডে দুই কলামব্যাপী সংবাদের মোট এলাকা ৪ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম ছিল, 'মুন্সীগঞ্জে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে অর্ধশতাধিক আহত'। এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন ছিল।

২৩ জানুয়ারি মোট প্রকাশিত সংবাদ স্থানের মধ্যে ১০.৯২% সংবাদ ছিল ইউপি নির্বাচনকে নিয়ে। প্রথম পাতায় আপার ফোল্ডে ৯ কলাম ইঞ্চি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'অর্ধলক্ষাধিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে শনিবার ভোট শুরু।'

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডে একটি

আমাগোর গ্রামের লোকরেই ভোট দিছি।

ফতেহপুর ঋষিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ফজলুল হক সরকার ২০০০কে বলেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্ট সচেতনতা বৃদ্ধি করছে কিন্তু ভোট প্রদানে ভোটারের সিদ্ধান্ত নিতে ভূমিকা রাখতে পারছে না। তিনি বলেন, পত্রিকায় যেভাবে রিপোর্ট আসছে তা খুবই ভালো। কিন্তু আরো ব্যাপকভাবে এলাকার সমস্যা সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভালো মন্দ নানা দিক তুলে ধরলে সাধারণ ভোটারের জন্য খুবই ভালো হতো। প্রায় অভিন্ন কথা বলেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রামরাইল ইউনিয়নের সেন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ শাহজালাল। তিনি বলেন, ভালো প্রার্থী সম্পর্কে সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হলে যেমন পাঠক চাহিদা পূরণ হবে তেমনি ভোটাররা প্রভাবিত হবে ওই রিপোর্ট পড়ে, রিপোর্ট সম্পর্কে জেনে।

স্থানীয় এনজিও ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (ভিডিসি)-এর নির্বাহী পরিচালক এসএম শফিকুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, এবারের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় এনজিও গুলো ভোটারদের সচেতন করার জন্য যথাসাধ্য প্রত্যন্ত জনপদে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু নানা প্রতিকূল কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারছি না। তিনি ২০০০কে বলেন, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলোকে আমরা কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি। কিন্তু সংবাদপত্রে যেভাবে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে তা আসলে যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, অধিকাংশ পত্রিকা প্রতিদিনই রিপোর্ট দিচ্ছে আজ এই উপজেলার এতোটি ইউনিয়নে নির্বাচন, কাল... নির্বাচন। আমার মনে হয়, এসব রিপোর্টের পাশাপাশি বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের প্রোফাইল প্রকাশ করা উচিত। এতে সাধারণ ভোটাররা বিচার-বিশ্লেষণের সুযোগ পাবে। আর আমরা যারা ভোটারদের সচেতন করার কাজ করি তারাও ভোটারদের কাছে একজন ভালো প্রার্থীর কর্মকান্ড সম্পর্কে তুলে ধরতে পারব।

খুলনা ফুলতলার আলকা মিলনী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ ঘোষ । তিনি বলেন, অহেতুক কোনো প্রার্থীকে হিরো আর কাউকে জিরো বানানো যাবে না। বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট করতে হবে। যাতে পাঠক মাত্রই বোঝেন, তার কাকে ভোট দেয়া উচিত। খুলনা অঞ্চলে কর্মরত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নাম প্রত্যয়। যার পরিচালক শেখ আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দেশের সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রের কারণেই সমাজে এখন মহিলারা অনেক অগ্রসর হতে পেরেছে। তবে এবার যেটা মনে হয়েছে তা হলো, কোনো কোনো কাগজ ইউপি নির্বাচনকে সে ভাবে গুরুত্ব দেয়নি। রিপোর্ট ছেপেছে ভেতরের পৃষ্ঠায়।

ফুলতলার আটরা গিলাতলা ইউনিয়নের বিজয়ী প্রার্থী শেখ জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, সংবাদপত্রগুলো সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সঠিক রিপোর্টের কারণে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।

সংবাদপত্রের গুরুত্ব স্বীকার করেন ফুলতলা ইউনিয়নের পরাজিত প্রার্থী প্রৌঢ় হরিদাসও। তবে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনাও করেন। বলেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী রবিউল ইসলাম আমার কেন্দ্রে ভোটার প্রতি ৩২৩ টাকা করে ব্যয় করেছেন। এমন ঘটনা সারা দেশেই ঘটেছে। প্রশাসন কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কোনো কাগজও এসব সুষ্ঠভাবে লেখেনি। লিখলে অনেক প্রার্থীই সংযত হতো। প্রশাসন ব্যবস্থা নিলে অন্যরা সতর্ক হতো। সংবাদপত্রগুলো এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

'সৎ, যোগ্য, শিক্ষিত প্রার্থীর প্রোফাইল তুলে ধরা। এক্ষেত্রে জাতীয় পত্রিকার চেয়ে স্থানীয় পত্রিকাগুলো বেশি ভূমিকা রাখতে পারে'
তরিকুল ইসলাম
সচেতন ভোটার

'এসব রিপোর্টের কারণে ভোটাররা সচেতন হচ্ছে। মহিলা প্রার্থীদের আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত'
ফজিলাতুন নাহার
নির্বাচিত সদস্য
মজলিশপুর ইউনিয়ন

'ভালো ও খারাপ প্রার্থীর জীবনী তুলে ধরা দরকার। রিপোর্ট হওয়া উচিত বিষয়ভিত্তিক'
আরিফুর রহমান
সক্রিয় কর্মী

'সহিংসতা যত ঘটছে, সে পরিমাণ সংবাদ পত্রিকায় আসছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো সহিংসতার ভয়াবহতার কথা স্বীকারই করেছেন। ইউনিয়ন হচ্ছে সর্ব নিম্নস্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামো। তৃণমূল জনগণের সঙ্গে এ পরিষদ সম্পৃক্ত। এ কারণে ইউনিয়ন পরিষদের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত মিডিয়ার'
আব্দুল হামিদ
বিরোধীদলীয় উপনেতা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়। দুই কলামব্যাপী প্রকাশিত এই সংবাদের মোট এলাকা ছিলো ৪ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম ছিল 'বাগেরহাটে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে মাঠে নেমেছেন বিএনপি সাংসদ'। এটি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

২৪ জানুয়ারি ছিল নির্বাচনের আগের দিন। স্বাভাবিভাবেই সংবাদের পরিমাণও ছিল বেশি। প্রথম পাতায় প্রকাশিত মোট সংবাদের মধ্যে ২০% ছিল ইউপি সংবাদ। ছিল ১টি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ও একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

প্রথম পাতায় দিনের দ্বিতীয় প্রধান সংবাদ হিসেবে তিন কলামব্যাপী ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের মোট এলাকা ৭.৫ কলাম ইঞ্চি। 'প্রচারণায় সরগরম সারাদেশ, ৫১ দিনের নির্বাচন কাল শুরু।' শিরোনামের প্রতিবেদনটির সঙ্গে তিন কলামব্যাপী একটি আলোকচিত্র ছাপা হয় যার আয়তন ১০.৫ কলাম ইঞ্চি। আলোকচিত্রের বিষয়বস্তু ছিলো মাছ প্রতীকের সমর্থনে মাছ নিয়ে মিছিল।

আপার ফোল্ডে সিঙ্গেল কলামে সচিত্র প্রতিবেদনটির এলাকা ২ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম 'শাহজাদপুরে তরুণ চেয়ারম্যান প্রার্থী নৃশংসভাবে খুন।' এটি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন।

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডের ডাবল কলামে প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকা ৬ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম পুলিশের ব্লক রেইডে

স্থানীয় সরকার উদ্যোগ/এআরডি

ইউএসএইডের সহায়তায় পরিচালিত বাংলাদেশ স্থানীয় সরকার উদ্যোগ, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকারের জন্য বাংলাদেশে একটি বিস্তৃত সমর্থকগোষ্ঠী গঠনের লক্ষ্যে কাজ করছে। স্থানীয় সরকার উদ্যোগ আয়োজিত কর্মসূচি এবং স্থানীয় সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে জানতে যোগাযোগ করুন-

স্থানীয় সরকার উদ্যোগ/ এআরডি
বাড়ি-২/বি, রাস্তা-৮৪, গুলশান-২
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন : ৮৮০২-৯৮৬২৯৯৭
E-mail- ardb@citech-bd.com

৫ দিনের ইত্তেফাকের ইউপি খবর বিশ্লেষণ (প্রথম পাতা)

২১ জানু: ০৩	৯০ ক. ই.	৫.৫৬%	১৬টি	১টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি
২২ জানু: ০৩	৯০ ক. ই.	১৬.৬৭%	১৯টি	৪টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি সফট নিউজ ১টি ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ১টি
২৩ জানু: ০৩	৯২ ক. ই.	৬.৫২%	১৬টি	১টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি
২৪ জানু: ০৩	১০৪ ক. ই.	২৩.০৮%	২৭টি	৫টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ২টি সাদামাটা সংবাদ ২টি সফট নিউজ ১টি
২৫ জানু: ০৩	১০৫ ক.ই.	৭১.৯০%	১৯টি	৭টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি সাদামাটা সংবাদ ৪টি সফট নিউজ ২টি

নির্বাচন শুরুর তারিখ ২৫ জানুয়ারি

'৯৭ সালের ইউপি নির্বাচনে ইত্তেফাকের খবরের বিশ্লেষণ (প্রথম পাতা)

তারিখ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	মোট সংবাদ	ইউপি সংবাদ	সংবাদের ধরন
২৯ নবে: '৯৭	১২৪ ক. ই.	৬.০৫%	১৯টি	১টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি
৩০ নবে: '৯৭	১২০ ক.ই.	৩.৩৩%	১৬	১টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি
১ ডিসে: '৯৭	১৩৯.৫ ক.ই.	৫.৩৮%	২৫টি	১টি	ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ১টি
২ ডিসে: '৯৭	১১৪ ক.ই.	১৩.১৬%	১৭টি	১টি	বর্ণনাধর্মী প্রতিবেদন ১টি
৩ ডিসে: '৯৭	১২৮ ক.ই.	৭.০৩%	১২টি	১টি	সাদামাটা সংবাদ ১টি

নির্বাচন শুরুর তারিখ ১ ডিসেম্বর

গ্রেপ্তার ৩৬ এলাকা পুরুষ শূন্য, নির্বাচন কাল।' সংঘর্ষ ও উত্তেজনা কবলিত মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে পুলিশি অভিযান ও নির্বাচনের জন্য গৃহীত প্রস্তুতি সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

২৫ জানুয়ারি মোট প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে ইউপি সংবাদের শতকরা হার ছিল ৩৫.৯৮%। ১৪টি সংবাদের মধ্যে ৩টি সংবাদ ছিল ইউপি নির্বাচন নিয়ে।

প্রথম পাতায় দিনের প্রধান সংবাদ হিসেবে পাঁচ কলামে প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকার পরিমাণ ছিলো ২০ কলাম ইঞ্চি। 'সারাদেশে ভোট উৎসব শুরু, ৫১ দিনব্যাপী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আজ ভোট গ্রহণ ৩২৭টিতে' শিরোনামে সংবাদটি ছিল ইউপি নির্বাচনের প্রস্তুতি। নির্বাচনী প্রচারণা আর নির্বাচনী সহিংসতা নিয়ে এটি একটি বর্ণনাধর্মী প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটির সঙ্গে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট তিনটি পৃথক ছবি একইসঙ্গে ছাপা হয় যার মোট এলাকার পরিমাণ ১০ কলাম ইঞ্চি। আলোকচিত্র তিনটির বিষয়বস্তু। (ক) ভোট গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ভোটকেন্দ্রে পাঠানোর প্রস্তুতি (খ) নির্বাচনী মিছিল (গ) নির্বাচনী প্রচারণায় রিকশা মিছিল।

প্রথম পাতায় আপার ফোল্ডে দুই কলামব্যাপী প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকার পরিমাণ ৬ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম ছিল 'নির্বাচনী সহিংসতা: পাবনা ও গোপালগঞ্জে নিহত ২, বিভিন্ন স্থানে আহত ৫৭, অপহৃত ৪। পাবনা, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা প্রভৃতি স্থানের নির্বাচনী সহিংসতার খবর নিয়ে এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

প্রথম পাতায় আপার ফোল্ডে সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত সংবাদের মোট এলাকা ২.৫ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম ছিল 'কসবা ও রূপগঞ্জের ২টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন স্থগিত।' এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

শেষের পাতায় আপার ফোল্ডে দুই কলামব্যাপী প্রকাশিত ৬ কলাম ইঞ্চি সংবাদের শিরোনাম ছিল 'হাটহাজারীর মহিলা প্রার্থীদের প্রচারণার অসহায় কৌশল।' হাটহাজারীর মহিলা প্রার্থীরা পোস্টার বা লিফলেটে ছবি দেননি। ভোট কমে যাওয়ার আশংকাই এর নেপথ্য কারণ। এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিবেদনটি হওয়ায় এটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের চরিত্র ধারণ করেছে।

শেষের পাতায় সিঙ্গেল কলামে প্রকাশিত সংবাদের এলাকা ৩ কলাম ইঞ্চি। শিরোনাম 'ইউপি নির্বাচনে আতঙ্ক না ছড়াতে মান্নান ভূঁইয়ার আহ্বান, প্রয়োজনে সেনা মোতায়েন করা হবে।' এটি একটি সাদামাটা প্রতিবেদন।

স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গে রেডিও অনুষ্ঠান

প্রতি রবি, মঙ্গল এবং শুক্রবার দুপুর ১২.১৫-১২.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ বেতারে স্থানীয় সরকার উদ্যোগের প্রযোজনায় প্রচারিত হবে (ঢাকা খ মিডিয়াম ওয়েভ, ৬৩০ কি. হা) 'আমাদের সরকার' নামে একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিবেশনা করেছে ট্রি ফাউন্ডেশন লিমিটেড।

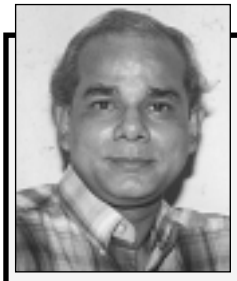

সারা বছর ধরে ইউনিয়ন পরিষদের সংবাদ পরিবেশন করা উচিত

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *মিডিয়া সমালোচক*

সাপ্তাহিক ২০০০ : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমাদের মিডিয়া কি ধরনের দায়িত্ব পালন করছে?

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মিডিয়ার ভূমিকাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, আমি মিডিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করতে চাই। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া। দেশের প্রিন্ট মিডিয়াগুলো বেশ দায়িত্ব পালন করলেও, ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে পাশ কাটিয়ে গিয়েছে।

২০০০ : প্রিন্ট মিডিয়া কি ধরনের ভূমিকা পালন করছে?

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : প্রিন্ট মিডিয়া স্থানীয় সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বেশ গুরুত্ব দিয়েছে। একটি দৈনিক দুই পাতা ধরে ইউনিয়নের নির্বাচনের খবর পরিবেশন করেছে। তবে দৈনিকগুলো চটুল নিউজকে গুরুত্ব দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন। চাচা ভাতিজার যুদ্ধ। ইউনিয়নের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।

২০০০ : মিডিয়া আর কি করতে পারতো?

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : আসলে ইউনিয়ন পরিষদকে অধিক ক্ষমতাশালী করার জন্য মিডিয়ার ভূমিকা থাকা উচিত। ইউনিয়ন পরিষদ সারা বছরই থাকে মিডিয়ার কাছে উপেক্ষিত। নির্বাচন এলে তারা মৌসুমী খবর হিসেবে ছাপে। প্রকৃত অর্থে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা নেই, অর্থ নেই। নির্বাচনের অনেক আগেই ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে মিডিয়াকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল। এ প্রসঙ্গে বিতর্ক তোলা প্রয়োজন ছিল। মিডিয়ার উচিত সারা বছরই ইউনিয়ন পরিষদের খবর গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো। তাদের প্রকৃত সমস্যা তুলে ধরা। সমাধানের দিক নির্দেশনা দেয়া।

সমন্বয়কারী : **বদরুদ্দোজা বাবু**
রিপোর্ট : **বদরুদ্দোজা বাবু**
সুরাইয়া বেগম উর্মী
সাক্ষাৎকার : **জয়ন্ত আচার্য**
নিজামুল হক বিপুল
মামুনুর রহমান
ওয়ালিদ শিকদার